তারিখ 11 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩য় কলাম ৫

সমকাল

বন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে কয়েকটি জেলায় বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে পারছে না। শুধু সিলেট ও মৌলভীবাজারে ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া লালমনিরহাট, রংপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ

এসব জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধের পাশাপাশি অর্ধবার্ষিক ও প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। কবে বন্যার পানি নামবে, তার সঠিক দিক নির্দেশনা না পাওয়ায় স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনও রয়েছে অনিশ্চয়তায়। এ অবস্থায় বন্যা চলাকালীন ও পরবর্তীকালের শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তাদের বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর' (মাউশি) এবং 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' (ডিপিই)।

নির্দেশনার মধ্যে আছে– বন্যা চলাকালীন বিকল্প পদ্ধতিতে ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। বিকল্প উপায়ে ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি-না, সে বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে মাউশি। পরীক্ষাগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া যায় কি-না, তা বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বন্যা-পরবর্তীকালে ক্লাস-পরীক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাস এবং পরীক্ষা নেওয়া, বার্ষিক ছুটি বাতিল, ক্লাসের সময় বাড়িয়ে দিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে যতদূর সম্ভব সিলেবাস শেষ করা, হোমওয়ার্ক বাড়িয়ে দেওয়া, অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষা কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত মতবিনিময়, শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে ওয়ার্কশিট ও হ্যান্ডআউট সংগ্রহ করতে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। এসব উদ্যোগ ফলোআপ করার জন্য শিক্ষকদের বলা হয়েছে।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, বন্যার কারণে সৃষ্ট শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে বেশ কিছু মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াস হোসেন বলেন, কোনো কোনো এলাকায় বন্যার পানি বাড়ছে, কোথাও কমছে। আবার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিতও হচ্ছে। এ জন্য কত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে বন্ধ, তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে আসেনি। তবে মাউশি থেকে বন্যায় করণীয়– এ রকম কয়েকটি নির্দেশ স্থানীয় প্রশাসনকে মৌখিক ও লিখিতভাবে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

বন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে। আর বন্যা শেষ হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে এ ক্ষতি পোষানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাউশির সিলেট অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক মো. হারুনুর রশীদ সমকালকে বলেন, বন্যার কারণে সিলেট ও মৌলভীবাজারের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। মৌলভীবাজারে ছয়টিতে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বন্যার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। বন্যা শেষ হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রংপুর অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক ড. একেএম সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, রংপুর বিভাগের পূর্বাঞ্চলে বন্যায় অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়নি। পাঠদান ব্যাহত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাউশির একজন উপপরিচালক সমকালকে বলেন, আইনে বলা আছে, দুর্যোগকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস-পরীক্ষা আশ্রয়কেন্দ্রে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে এর বিকল্প করা সম্ভব নয়। তার পরও আমরা বলেছি, যদি সম্ভব হয় তাহলে আশ্রয়কেন্দ্রে পরীক্ষাগুলো নেওয়া যায় কি-না। তিনি বলেন, দুর্যোগকবলিত এলাকায় ফ্লেক্সিবল ক্যালেন্ডার করার দরকার। কিন্তু সেটি নেই। আর বন্যা শেষ হলে ওইসব এলাকার প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ক্লাস নিয়ে আলাদাভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনে প্রজ্ঞাপন জারি করা যায় কি-না, সেটিও ভাবা হচ্ছে। আবার শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমেও এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল সমকালকে বলেন, 'আমরা এখনও তথ্য সংগ্রহ করছি। ক্ষতির পরিমাণ ও একাডেমিক ক্ষতি পোষাতে করণীয় ঠিক করতে শিগগিরই বৈঠক হবে।'

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা সমকালকে বলেন, 'বন্যায় প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত কী ক্ষতি হয়েছে, তার পরিসংখ্যান বের করতে সব নির্বাহী প্রকৌশলীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন মেরামতে কত টাকা লাগবে, তার তালিকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে পাঠানোর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তমতে কাজ শুরু করা হবে।